আমাদের সময়
www.dainikamadershomoy.com
১২
শনিবার
৫ ডিসেম্বর ২০১৫ ॥ ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২২
২২ সফর ১৪৩৭
বর্ষ ১১ সংখ্যা ২৩৯

তারিখ 05 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

# ১ জানুয়ারি প্রাথমিকের বই বিতরণে অনিশ্চয়তা

এম এইচ রবিন ●

পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কার্যাদেশ দেরিতে হওয়ায় ১ জানুয়ারি প্রাথমিকের বই বিতরণ নিয়ে অনিশ্চিয়তা দেখা দিয়েছে। এই স্তরে বই ছাপানো সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ১৬ দশমিক ২১ শতাংশ।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে ৩৩ লাখ ৭৩ হাজার ৩৭৩ জন। তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হবে ৬৫ লাখ ৭৭ হাজার ১৪২টি। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হলেও এই স্তরে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ একেবারে শূন্য কোঠায়। এমন তথ্য পাওয়া গেছে নতুন পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে।

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্যানুযায়ী, ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরে ২ কোটি ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ৭৩১ শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হবে ১০ কোটি ৮৭ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৭টি। এর মধ্যে ছাপা-বাইন্ডিং শেষ করে বিভিন্ন জেলা-উপজেলা-থানায় সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে ১ কোটি ৭৬ লাখ ২৬ হাজার ৮০৫টি নতুন পাঠ্যপুস্তক।

এবতেদায়ি স্তরে ২৭ লাখ ৩ হাজার ৯৮৪ শিক্ষার্থীর জন্য ১ কোটি ৯২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৫টি নতুন পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হচ্ছে। এর মধ্যে ছাপা-বাইন্ডিং শেষ করে বিভিন্ন জেলা-উপজেলা-থানায় সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে ১ কোটি ৭৫ লাখ ৫ হাজার ৭১২টি নতুন পাঠ্যপুস্তক। ইবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যপুস্তকের কাজ শেষ হয়েছে ৯০ দশমিক ৯১ শতাংশ।

দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল স্তরে নতুন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে ২৩ লাখ ৪৪ হাজার ৪৬৯ জন; এদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হচ্ছে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৩৩ হাজার ৭৯৭টি। এর মধ্যে ছাপা-বাইন্ডিং শেষ করে বিভিন্ন জেলা-উপজেলা-থানায় সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে ২ কোটি ৯৫ লাখ ৬৭ হাজার ৯৯৪টি নতুন পাঠ্যপুস্তক।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ১২ লাখ ৩৬ হাজার ১৮; এদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হচ্ছে ১৬ কোটি ৩ লাখ ৪ হাজার ৩৭৩টি। এ স্তরে পাঠ্যপুস্তকের কাজ শেষ হয়েছে ৮৩ দশমিক

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

**পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের চিত্র**

- প্রাক-প্রাথমিক ০ শতাংশ
- প্রাথমিক ১৬.২১
- এবতেদায়ি ৯০.৯১
- দাখিল-দাখিল ভোকেশনাল ৮৭.১৩
- মাধ্যমিক ৮৩.৫৫
- এসএসসি ভোকেশনাল ৮৩.৪৮

## ১ জানুয়ারি প্রাথমিকের বই

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ৫৫ শতাংশ। ছাপা-বাইন্ডিং শেষ করে বিভিন্ন জেলা-উপজেলা-থানায় সরবরাহ সম্পন্ন হয় ১৩ কোটি ৬১ লাখ ৮৫ হাজার ৪৩১টি নতুন পাঠ্যপুস্তক।

এসএসসি ভোকেশনাল স্তরে নতুন পাঠ্যপুস্তক ছাপা-বাইন্ডিং শেষ করে বিভিন্ন জেলা-উপজেলা-থানায় সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে ১৮ লাখ ৯৬ হাজার ৫২৮টি। কাজের অগ্রগতি ৮৩ দশমিক ৪৮ শতাংশ সম্পন্ন। এই স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার ১৫৩ জন; পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হবে ২২ লাখ ৭১ হাজার ৮৩৬টি।

প্রতি বছরের মতো এবারও বই ছাপানো, বাইন্ডিং ও উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো করছে। কেবল তদারকির দায়িত্ব পালন করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের অগ্রগতি প্রসঙ্গে গতকাল এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র পাল আমাদের সময়কে জানান, এই স্তরের বই সরবরাহের দায়িত্ব পেয়েছে ঢাকার একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের কাজ শেষ করবে।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর অগ্রগতি ৪০ শতাংশ সম্পন্ন দাবি করে এনসিটিবির চেয়ারম্যান জানান, বই ছাপা নিয়ে শুরুতে জটিলতা থাকলেও ডিসেম্বরের মধ্যে সব ধরনের বই সরবরাহ করা হবে। মাধ্যমিকের সিংহভাগ বই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকের বই নিয়ে জটিলতা হওয়ায় কিছুটা পিছিয়ে আছে। এবারও বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পাবে। আশা করি কোনো সমস্যা হবে না।

তবে এনসিটিবির অনেক কর্মকর্তা শঙ্কিত, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সঙ্গে ঝামেলার কারণে দেরিতে কার্যাদেশ দেওয়ায় ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিকের বই ছাপানো এবং সরবরাহ শেষ হবে কিনা।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ১ জানুয়ারিতে বই বিতরণের ঘোষণা থাকলেও তা বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তার কারণে এ বছর এপ্রিল মাসে পঞ্চম শ্রেণির বই ছাপার জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছিল এনসিটিবি। ভারত, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের ৭৫০টি দরপত্র থেকে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে প্রাথমিকের ২০টি এবং প্রাক-প্রাথমিকের দুটি দেশি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বাছাই করে এনসিটিবি। পরে সম্মতির জন্য ১৯ জুলাই এনসিটিবি চিঠি পাঠায় বিশ্বব্যাংককে। কিন্তু কম দামের জন্য মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিশ্বব্যাংক। কারণ প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিকের বইয়ের জন্য বাজারদর যাচাই করে এনসিটিবি সম্ভাব্য দর ঠিক করেছিল ৩৩০ কোটি টাকা। কিন্তু মনোনয়নপ্রাপ্ত মুদ্রণকারীরা দরপত্র জমা দিয়েছিলেন ২২১ কোটি টাকা খরচ উদ্বৃত্ত ধরে। ১০৯ কোটি টাকা কমে নিম্নমানের বই ছাপা হবে আশঙ্কা করে বিশ্বব্যাংক টেন্ডার বাতিলের দাবি জানালেও তাতে রাজি হয়নি এনসিটিবি। ফলে আগস্টে বইয়ের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মান নিশ্চিতের অঙ্গীকারের পাশাপাশি নজরদারি, ১০ শতাংশ থেকে জামানত ১৫ শতাংশে উন্নীত, ৯০ দিনের মধ্যে ছাপা শেষ করার পর বইয়ের গুণগত মান ঠিক থাকলেই বিল দেওয়ার শর্তারোপ করে চিঠি পাঠায় বিশ্বব্যাংক।

বিশ্বব্যাংক বই ছাপানোর সাড়ে ৯ শতাংশ ঋণ প্রদান করে। বাকি অর্থ জাতীয় তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির শর্তারোপের প্রতিবাদে বাংলাদেশ মুদ্রণ সমিতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সব বই ছাপা বন্ধের ঘোষণা দিলে পুরো প্রক্রিয়াই অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। পরে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।